দৈনিক সংবাদ

তারিখ 26 DEC 1991
পৃষ্ঠা 8 কলাম 4

14

প্রসঙ্গ : বুয়েটে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি

বর্তমানে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) কার্যত একটি অচলায়তনে পরিণত হয়েছে। প্রায় তিন মাস যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাঙ্গন ধর্মঘটে আছে। এর ফলে চলতি শিক্ষাবর্ষের ১ম পর্ব (Part A) পরীক্ষা শেষ হতে প্রায় তিন মাস সময় লাগে এবং পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর প্রায় তিন সপ্তাহ চলে গেছে কিন্তু ২য় পর্বের (Part B) ক্লাস শুরু হওয়ার কোন নামগন্ধ নেই। অবস্থাদৃষ্টে এমন মনে হচ্ছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমন্ডলীর এবং বাংলাদেশ সরকার কারোরই ছাত্রদের ব্যাপারে কোন মাথাব্যথা নেই। বিগত অক্টোবর মাসে এক দুঃখজনক ঘটনার পরিণতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পাঁচটি গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এরপর থেকে ক্ষতিপূরণ দাবী করে শিক্ষকগণ ধর্মঘট করে আসছেন। বাংলাদেশ সরকারও এ ব্যাপারে একটি তদন্ত কমিশন গঠন ব্যতিরেকে দ্রুত কোন সিদ্ধান্ত দেয়নি। ফলে শিক্ষকগণ তাদের ধর্মঘট অব্যাহত রেখেছেন।

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল সমস্যা হচ্ছে সেশনজট। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন অন্তত দু'বছর পিছিয়ে আছে। কিন্তু এই ভয়াবহ সমস্যাকে ধর্তব্যের মধ্যে না এনে অত্যন্ত অমানবিকভাবে শিক্ষকগণ "ক্ষতিপূরণ" দাবীকে মুখ্য করে এই ধর্মঘট চালিয়ে আসছেন। যেটা তাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় বহন করে।

এই ধর্মঘটের ফলে হয়তো শিক্ষকগণ তাদের ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবেন। এটা তো তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাদের বাড়িতে ডাকাতি হলে তারা কি করতেন? ছিনতাই, রাহাজানি থেকে বাংলাদেশের কোন্ মানুষ আজ নিরাপদ? কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা কি অপরাধ করলাম? তারা কেন সকল দায়দায়িত্ব আমাদেরই ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছেন। অর্থের ক্ষতিপূরণ করা যায়, কিন্তু সময় কি আর ফিরে পাওয়া যায়? সেশনজটে আক্রান্ত সেশন আরো পিছিয়ে যাচ্ছে। আমাদের জীবন থেকে মূল্যবান কয়েকটি বছর অকারণে হারিয়ে যাচ্ছে। আগে মনে করতাম কিছু-সংখ্যক ছাত্রনেতাই (?) শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ছাত্রদের ব্যবহার করছে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, শিক্ষকগণও তাদের ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের জন্য ছাত্রদের জিম্মি করছেন, তাদেরকে ব্যবহার করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্ররা পুতুলে পরিণত হয়েছে। তাদেরকে যেভাবে খুশি সেভাবেই নাচানো হচ্ছে।

শিক্ষকগণ হয়তো এভাবে তাদের দাবী আদায় করতে পারবেন, কিন্তু তাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ভাবমূর্তি বহুলাংশে ক্ষুণ্ন হচ্ছে। মাননীয় শিক্ষকগণ বোধ হয় এদিকটা ভেবে দেখছেন না।

—জনৈক ছাত্র